দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 1 MAR 1990 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... 2 ...

19

17

নকল রোধে প্রশ্নপত্রের ভূমিকা

দেশের সার্বিক নৈতিক অবক্ষয়ের একটি মারাত্মক ফল পরীক্ষায় নকল প্রবণতা। দেশের শিক্ষার মান ও পরিবেশ যে কত নীচে নেমে গেছে তা সর্বগ্রাসী 'ভাইরাস' নকল প্রবণতা থেকেই বুঝা যায়। এই নকল প্রবণতা দূর করতে দরকার সামাজিক সুস্থতা ও সচেতনতা, পাঠ্য পুস্তকের মান উন্নয়ন, পরীক্ষার হলে কঠোরতা অবলম্বন এবং বিশেষভাবে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের পরিবর্তন।

শিক্ষাঙ্গনে

শুধুমাত্র প্রশ্নপত্রের রীতি পরিবর্তনের মাধ্যমেই নকল প্রবণতা অনেকাংশে হ্রাস করা সম্ভব। বর্তমানে দেখা যায়, বিশেষ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন প্রায়ই প্রশ্নপত্রে সেট আকারে করা হয়। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা বাছা-বাছা কিছু প্রশ্ন নোট করে মুখস্ত করে এবং পরীক্ষায় 'কমন'ও পড়ে যায়। তখন উত্তরপত্রে উদগীরণ করে আসে। আর নকলকারীরা দেখে দেখে লেখে। (সত্যিকার অর্থে দুটোই নকল)। এতে ছাত্র-ছাত্রীদের সৃজনশীলতা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয় এবং প্রাইভেট কোচিং-এ উৎসাহিত হয়। কারণ, মূলতঃ ভাল নোটের আশায়ই তারা গৃহশিক্ষক বা কোচিং সেন্টারের শরণাপন্ন হয়। প্রশ্নপত্রে যদি বইয়ের আনাচে-কানাচে থেকে খুঁটিনাটি প্রশ্ন করা হয় তাহলে এভাবে মুখস্ত করার (বিশেষত সাহিত্য) সুযোগ থাকবে না। এবং নকলকারীরাও উত্তর কমন ফেলতে পারবে না। স্বভাবতই এতে নকল প্রবণতা হ্রাস পাবে এবং সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটবে। এ ক্ষেত্রে খাতা দেখার সময় শিক্ষকদেরও একটি ভূমিকা আছে।

যদি বুঝা যায়, উত্তরটি পরীক্ষার্থীর মুখস্ত ছবহু লেখা, তাহলে নম্বর কম দিতে হবে এবং যদি বুঝা যায় যে, উত্তরটি পরীক্ষার্থীর নিজের ভাষায় লেখা, মুখস্ত নয় তাহলে নম্বর বেশী দিতে হবে। এতে শিক্ষার মান যেমন বাড়বে তেমনি নকল প্রবণতা ও মুখস্ত প্রবণতা হ্রাস পাবে। সুতরাং বিষয়টির প্রতি উর্ধ্বতন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—মোঃ শফিকুর রহমান